International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

তৃতীয় অধ্যায়

*বাংলার সংস্কৃতির উপর উদ্বাস্তু মহিলাদের প্রভাব :-

1947 সালে বাংলা ভাগের পর বাংলার সংস্কৃতির উপর বাংলার উদ্বাস্তু মহিলাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তারা বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতিতে অনেকটা পরিবর্তন ও উন্নত করেছিল। আমরা বাংলায় লক্ষ্য করি যে, ইউ সি আর সি এর পরে মহিলারা তাদের উপনিবেশগুলোতে তাদের নিজস্ব সমিতি গঠন করেছিল এবং পরবর্তীতে তারা সরকারি এবং বেসরকারি জমি দখল করে নিয়েছিল সমাজের কাজ করার জন্য। যা পরবর্তী সময়ে সরকারকে উচ্ছেদ বিল আনতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে ইউসিআরসি বিশেষ করে নারীদের তাৎক্ষণিক বিরোধীতা দেখেছে সরকার, যে মিছিলটি তাড়া করছিল সেখানে 10,000 জনতা ছিল এবং সেই জনতার ভিড়ে 1200 জন মহিলা ছিল সেই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তাদের হাতেই তাদের বাচ্চা ছিল যাতে এই গণআন্দোলনের তুলনায় এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তোলা যায়।[১] সরকার এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে 1950 সালের 24 শে ডিসেম্বর 144 ধারা আইন চালু করে। এই আইনের ফলে যাদবগর এর এলাকাগুলির বাড়িগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। লোকেরা তাদের বাড়ি ভাঙার আগে একটি বিকল্প ব্যবস্থা চেয়েছিল সরকারের কাছে, কিন্তু সরকার তা মেনে নেয়নি এবং তাদেরকে সুযোগও দেওয়া হয়নি। পুলিশরা রাতে এসে সেখানে অবস্থান করে এবং তারা প্রতিবাদ করে। কিন্তু মহিলারাও মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছিল তাদের ঘরবাড়ি বাঁচানোর জন্য। তারা ঘর ছাড়তে রাজি ছিল না, পুরুষদের সঙ্গে পুলিশদের ধস্তাধস্তি শুরু হয় তখন পুলিশ বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জ শুরু করে। এই লাঠিচার্জের ফলে এমন অবস্থায় এক গর্ভবতী নারীর শরীরে আঘাত লাগার ফলে মৃত্যু হয়। এটি ছিল এক করুণ অবস্থার দৃশ্য যা

© 2024, IRJEdT Volume: 06 Issue: 01 | Jan- 2024

কখনোই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না মহিলাদের পক্ষে। যে মহিলাটি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল তার নাম হলো বীণাপাণি মিত্র। তিনিই ছিলেন বাংলার প্রথম উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রথম শহীদ মহিলা।[২] মহিলারা সবসময় প্রস্তুত ছিল তাদের বাড়ির জন্য জীবন বিসর্জন দিতে। কারণ তাদের কাছে তাদের বাড়ি ছিল একমাত্র বাসস্থান যা কখনো তারা হারাতে চাইনি জীবন দিয়েও সেই ঘরবাড়িকে তারা বাঁচাতে চেয়েছিল।[৩] উদ্বাস্তু মহিলারা সাধারণত সমিতিতে কর্মরত কাজ করছিল, তারা খাদ্য বিতরণ, উচ্ছেদ অপসারণ এবং উপনিবেশগুলোতে নিয়মিত কাজ করেছিল। MARS একটি সংগঠন হিসেবে দেশভাগের আগের সক্রিয় ছিল, যেখানে প্রধান সংস্থাগুলি পূর্বপাকিস্তানে ছিল এবং এখন এই মহিলারাই উদ্বাস্তু হিসেবে পশ্চিমবাংলায় এসেছিল এবং তারা তাদের নিজস্ব সংস্থাগুলো স্থাপন করেছিল।[৪]

উদ্বাস্তু নারীরা পরবর্তীতে বাংলার সংস্কৃতির জন্য অনেক প্রশ্ন তুলেছিল সমাজের লোকের কাছে, কারণ তারা তাদের ক্ষুধার্ত শিশুদের খাবার যেতে হয়েছিল এবং তাদের বেকারত্ব পুরুষদের টাকা সংগ্রহ করে না করে আসা ফলে তাদের পরিবারে অশান্তির জন্য। পরবর্তীতে তারা নিজ হাতে দায়িত্ব গ্রহণ করে ও বাংলা সংস্কৃতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলে।[৫] বাংলা সংস্কৃতিতে যখন কমিউনিস্ট দল বাংলা সংস্কৃতির কাজ করতে অক্ষম হয়েছিল,তখন বাংলার মহিলা আত্মরক্ষা রক্ষা সমিতি শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় ট্রাজেডিক হিরো হিসেবে কাজ করেছিল।[৬]

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বাংলা সংস্কৃতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি শীঘ্রই মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য উপনিবেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল। তারা মানুষের ভালোর জন্য আজীবন আন্দোলন করেছিল বিরোধীদের সঙ্গে। তারা বিদ্যুৎ ও পানির লাইনের জন্য দাবি জানাতে থাকে সরকারের কাছে। আমরা দেখতে পারি যে এই সময় উদ্বাস্তু মহিলারা বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ নিতে শুরু করেছিল এবং তারা এর প্রধান বক্তা হিসেবেও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলনে বিভিন্ন শহীদ নারীরা সমাজে নারীকে অনেকটা প্রভাবিত

© 2024, IRJEdT Volume: 06 Issue: 01 | Jan- 2024

করেছিল এবং পরবর্তীতে বাংলার সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত উদ্বাস্তু নারীরাও এবং গৃহবধূ নারীরা পুলিশের অত্যাচারে প্রতিবাদের সম্মেলনে আসে। তারা তাদের স্বামী এবং ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তা পরবর্তীতে বাংলা সংস্কৃতিতে অনেকটা প্রভাব পড়েছিল।[৭] অন্যান্য রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় নারীরা অবিলম্বে বিনাবিচারে আটকে রাখা শরণার্থীদের মুক্তির দাবি করেছিল, এবং নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এভাবেই তারা বাংলার সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক এর হাত ধরে বাংলায় প্রভাব বিস্তার করেছে।[৮]

মহিলারা প্রধানত সভা সমিতি গুলিতে বৈঠক করতো বিকেল সময় কারণ তারা দিনের বেলা পরিবারের বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিল এবং শরীর ক্লান্ত থাকার ফলে তারা সকালে বৈঠক না করে বিকেলে বৈঠক করতো কারণ তারা বিকেল টাইমে অনেকটা ফ্রী থাকতে বলে।[৯] প্রথমদিকে কাজ করা মহিলারা তারা বিভিন্ন সংস্থাগুলোতে প্রধান হিসেবে কাজ করেছিল এবং অন্যান্য মহিলাদের তাদের সাথে যোগ দিতে প্রভাবিত করেছেন। এই মহিলারাই বিভিন্ন সংস্থা গুলোতে কাজ করে বাংলা সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই মহিলা নেতাদের মধ্যে যারা বাংলার সংস্কৃতিতে কাজ করছিল তারা হল, যুথিকা রায়, শিলা দে, রেনু গাঙ্গুলী, হাসি গুহা, ইলা বোস এবং আরো কয়েকজন তারা বাংলার সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১০] আরও দেখা যায় যে অনুপমা ঘোষ 3 নং লেক ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের দাবি পূরণের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন। এবং দেখা যায় যে, বিনা সেনগুপ্তও বালিগঞ্জ ময়দানে শরণার্থী শিবিরে বা উপনিবেশে মহিলাদের সমস্যাগুলো দেখেছিল।[১১] বাংলার উদ্বাস্তু মহিলারা বাংলা সংস্কৃতি লক্ষ্যে উপনিবেশগুলোতে মিটিং এর পরিকল্পনা করা হয় এবং সেই মিটিং-এ মহিলাদের নেতৃবৃন্দ দেওয়ার জন্য যোগদান করার জন্ম প্রভাবিত করে। এমন কিছু দৃষ্টান্ত ছিল যেখানে নারীরা মুসলিমবিরোধী অনুভূতি গড়ে তোলানি এবং এমনকি ধর্মনিরপেক্ষও ব্যাপারেও ভোগে ছিলো, মহিলারা তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রাজনীতিও বুঝতে পেরেছিল। এ সময় কালে আরো অনেক মহিলা সংঘটিত হয়েছিল যদিও তারা কখনোই পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সমিতির অধীনে ছিলনা কিন্তু তারা শান্তির জন্য লড়াই

© 2024, IRJEdT Volume: 06 Issue: 01 | Jan- 2024

করে, বাংলার উদ্বাস্তু নারীরা এভাবেই বাংলা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়েছিল। নারীদের শান্তি আন্দোলনে অনেকটা টানাপোড়েন হয়েছিল কারণ এস পি মুখার্জি বিপরীতে নারীরা যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না এবং বিশ্বাস করতেন এটি শুধুমাত্র পুঁজিবাদী স্বার্থ পূরণ করবে যা সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়িয়ে দেবে।[১২] এটি নারীর সংগঠনটিকে তার দিগন্তকে বিস্তৃত করে তুলেছে যে বিভিন্ন পটভূমির নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা শুধুমাত্র তাদের স্বার্থেই নয়, সময়ের প্রয়োজনেই আলোচনা করে। বাংলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মহিলারা শীঘ্রই উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনে (WIDF) যোগদান করেন এবং 1952 সালের শেষের দিকে তাদের নিজস্ব কাজ শুরু করেন।[১৩] বাংলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বা উইমেন্স ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও, কংগ্রেস মহিলা কিন্তু এই আন্দোলনের গ্রুপ থেকে দূরে ছিল কারণ এটি সোভিয়েত ইউনিয়ন পন্থী ছিল বলে। কিন্তু উদারপন্থী মহিলারাদের যোগদান করতে দেখা দিয়েছিল। এবং 1954 সালের মধ্যে জাতীয় ফেডারেশন যোগ দেন। বাংলার উদ্বাস্তুরা বিশেষত বিবাহ বিল এবং হিন্দু কোড বিলে আইন পাস করার জন্য 45000 এবং 22160 স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিল প্রয়োজনে। এই বিল মেয়েদের বিবাহ যোগ বয়স বাড়িয়ে ছিল, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং হিন্দুদের মধ্যে অন্তরবর্ণ বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন এবং তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এবং পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অংশের অধিকার দিয়েছেন।[১৪] বাংলার উদ্বাস্তু মহিলারা বাংলা সংস্কারের জন্য হিন্দু মহাসভা হিন্দু পরিবার ব্যবস্থায় দলাদলি এবং বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা এই ধরনের বিধানের বিরোধিতা করেছিল তারা।[১৫] এই বিলটি এখন পুরুষতন্ত্রের দ্বারা নারীদের দেহের ওপর প্রণীত সহিংসতায় প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।[১৬] পরবর্তীতে এই বাংলার মহিলারাও কর্মসংস্থানের জন্য তাদের নিজস্ব দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। কারো পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তখন মিছিল ছিল এবং স্বাক্ষর প্রচলন ছিল অবিশ্বাস করে যে তারা গৃহিনীদের কর্মসংস্থান উপরে হচ্ছে।[১৭] মধ্যবিত্ত ও কৃষক পরিবারের মহিলারাও চাকরিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের কোনো ব্যবস্থা ছিল না এবং তাই তারা তাদের জন্য শহর ও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে সরকারি অফিস খোলার জন্য সরকারকে

© 2024, IRJEdT Volume: 06 Issue: 01 | Jan- 2024

আবেদন করে এবং 1955 সালের ফেব্রুয়ারির শেষে নাগাদ প্রায় 14012 স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তারা নারীদের কর্মসংস্থানের দাবির জন্য।[১৮]

পরবর্তীতে NFIW একটি রেজোলিউশন পাস করে যে, বিবাহিত মহিলারাও প্রশাসনিক বিভাগ প্রশাসনিক চাকরি পেতে পারে।[১৯] বাংলার উদ্বাস্তু নারীরা তাদের পেশা এবং তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধিকার এবং এর সাথে শরণার্থী নারীদের অর্থনৈতিক চাহিদাও নারীদের কর্মসংস্থানের দাবির সাথে যুক্ত হয়েছে। যার জন্য এক স্মারকলিপি 30000 মহিলার দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল।[২০] বাংলার মহিলারা বাংলার সংস্কৃতির উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলাম বিভিন্ন আন্দোলন এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে। বাংলার মহিলারা এক কমিটির অংশ ছিল এবং উদ্বাস্তু জাগরণ বামেদের রাজনৈতিক ভিত্তি হয়ে উঠে কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং কৃষক পরিবারের সমাজতান্ত্রিক বিন্যাসেও পরিবর্তন হয়েছিল। প্রধান গোরার পুরুষ এবং পরিবারগুলি এখন নারীদের সংগঠনে অংশগ্রহণ করেছিলো। এবং একই সাথে পুরুষ এবং মহিলারা অর্থ উপার্জন কি মেনে নিতে হয়েছিল।

উদ্বাস্তু নারীরা যদিও তারা এই সমাজ বিভাজনটি ভেঙেছে সমতার অভিজ্ঞতার আদর্শের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু তারা তাদের স্বামীর দ্বারা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিন্তু তারা কখনোই প্রতিবাদ করেনি, এবং কখনোই তারা পারিবারিক বাধকতার বিরুদ্ধে যায়নি। তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল খাবার পাওয়া, পোশাক এবং তাদের পরিবারের জন্য আশ্রয়। তারা সত্যিই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে কখনোই প্রশ্নবিদ্ধ করেনি। তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মিছিলে অংশ নিলেও সব সময় তারা উপেক্ষিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ- শুধুমাত্র চারুশীলা ব্যানার্জি একজন নেতা হিসেবে ইউসিআরসি এর সহ-সভাপতি ছিলেন। তাই এই সময় কালকে আমরা নারী আন্দোলনের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

© 2024, IRJEdT Volume: 06 Issue: 01 | Jan- 2024

এটি ছিল এক ধরনের "অন্দরমহল" সংস্কৃতির সমাপ্তি কারণ মহিলারা বসবাসের জন্য নতুন পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের কার্যকলাপ এবং অংশগ্রহণ বাংলার সামাজিক পরিবেশকে বদলে দিয়েছে। উদ্বাস্তু উপনিবেশিক জীবন যাপন করা মহিলাদের জন্য কঠিন ছিল, কারণ সেখানে প্রদত্ত সুবিধা গুলিসাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য সীমিত ছিল। লোকালয়ের পুকুরগুলো স্নান এবং কাপড় ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা যা পূর্ববাংলার যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য ছিল, উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা ভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু এই ধরনের বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার ব্যবস্থা হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল। গার্গী চক্রবর্তী যেমন উল্লেখ করেছেন -" এটি ছিল মহিলাদের জীবনের একটি গৌরব রূপান্তর, মেরা অর্থনৈতিক বোঝা ভাগাভাগি করতে লাগলো। এবং দেখা গেল যে পূর্ববাংলার মূলত উদ্বাস্তু মহিলারাই পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন অফিসের কেরানি চাকরি শুরু করে।"[২১]

বাংলার মহিলাদের ব্যাংকে চাকরি নেওয়া থেকে বিরত করা হয়েছিল কারণ সেই সময় মহিলাদের অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কিন্তু তারা বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে পরিবারের জন্য এবং বেঁচে থাকার জন্য নিজেদেরকে কাজ করতে হয়েছিল বিভিন্ন অফিস-আদালতে এবং পরবর্তীতে তারা সমস্ত কলঙ্ককে উপকৃত করতে বাধ্য হয়েছে। শুধুমাত্র নিজের এবং পরিবারের তাগিদে। বাংলার মহিলারা পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জন করতে সামর্থ্য হয়েছিল এবং পরে তারা শুধু বিয়ে করার জন্য নয়, স্টেনোগ্রাফার, সেলস গার্ল এবং টাইপিস্ট হিসেবে চাকরি পাওয়ার জন্য তারা ডিগ্রী নিয়েছিল। আমরা দেখতে পারি দমদমের সরোজিনী নাইডু কলেজ নতুন উদ্বাস্তু মহিলা ভর্তি হতে দেখা যায়। তাদের ফলেই পশ্চিমবঙ্গের অনেক মহিলা প্রভাবিত হয়ে একই কাজ করেছেন।

পরবর্তীতে বাংলার মহিলারা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বীমা অফিস, খাদ্য বিভাগ এবং এমনকি শিবিরের মহিলারাও তারা পুলিশেও কর্মরত হন, কারণ ধর্ষণ ও অপহরণের মোকাবিলা করার জন্য এবং বিভিন্ন অসুবিধার জন্য।[২২] এভাবে ছড়িয়ে পড়ে বাংলা

সংস্কৃতির উপর উদ্বাস্তু মহিলাদের প্রভাব আমরা দেখতে পাই সেলস গার্ল হিসেবে কাজ করা মহিলারা ঘরে ঘরে জিনিস বিক্রি করে, সেসময়ের দৃশ্যমানতা পাওয়া ছিল কল্পনাতীত। বাংলার মহিলাদের মিডওয়াইফ এবং হাসপাতালের সাহায্যকারী হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং কেউ কেউ নার্সিংয়ে অগ্রগামী হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন সরকারি নথিভূক্তে পাওয়া যায়। এবং পরবর্তী পর্যায়ে হাসপাতালে তাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছিল। চক্রবর্তী বলেছিলেন যে, নারী সেবা সংঘ যেমন মহিলাদের সেলাই শেখা, বই বাঁধাই, লুক প্রিন্টিং সঠিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল মহিলাদের জীবিকা অর্জনে সক্ষম ভূমি কিভাবে কাজ করে। পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে ধর্ষণ থেকে বেঁচে যাবার জন্য এবং স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বাড়ি তৈরির কাজও দেখা যাচ্ছে ।[২৩]

বাংলা পরবর্তীতে দেখা যায় অসংখ্য মেয়েরা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়, এমনকি অশিক্ষিত মহিলারাও মানুষের বাড়িতে কাজ করতো, অফিসের টিফিন সরবরাহ করতো, ফুল, ফল, সবজি, সুস্বাদু জিনিস বিক্রি করতে দেখা গিয়েছিল এবং তাদের কাগজের ব্যাগও তৈরি করতে দেখা যায়। কেউ কেউ শহরে বাবুর্চি, সেবিকা এবং পরিচালক হিসেবেও কাজ করতেন। যে সমস্ত পূর্ব বাঙালি মহিলারা এই কাজগুলি করেছিলেন তারা তাদের অতীতের কথা স্মরণ করতে চান না কারণ তারা এই বিদেশী ভূমিতে এখানকার তুলনায় পূর্ববাংলায় আরো ভালো জীবন যাপন করেছিল।

তাদেরই বর্তমান রাষ্ট্রের নারীদের অজ্ঞতার এই জোরপূর্বক আরোপ তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করেছিল কিন্তু তারা সচেতনভাবে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা এবং মুক্তির ধারণার উন্নতি করেছিল। 1952 সালে 2320 জন মহিলা চাকরির জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন যার মধ্যে 221 জন চাকরি পেয়েছেন এবং 2633 জন ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগে নিয়োগ পেয়েছেন যার মধ্যে তিনজন উচ্চ বিভাগের সহকারি এবং 110 জন মহিলা নিম্ন বিভাগের সহকারি হয়েছিললেন।বাস্তুচ্যুত মহিলারা 1952 সাল পর্যন্ত নগর প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন 456 জন এবং বেসরকারি মহিলাদের প্রশিক্ষণের সংখ্যা ছিল 784 জন। এই সময় বাংলায় দেখা যায় যে, শুধুমাত্র বিয়ের

জন্য মহিলাদের শিক্ষিত করা আংশিকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবার বাংলায় এ বিষয়ে লক্ষ্য করা যায় যে যে মহিলারা তাদের সুযোগ সুবিধা গুলো পূরণ না হওয়ায় বিয়ের কথা ভাবাও সম্ভব ছিল না তাদের, ফলে পশ্চিমবাংলায় দেখা যায় অনেক অবিবাহিত মহিলা, যারা তাদের অর্থনৈতিক দায়িত্বের প্রভাবে বিয়ে করতে বাধা দিয়েছিল।[২৪] সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে, দেশভাগ নারীকে স্বাবলম্বী ও স্বাধীন করেছিল। মেয়েদেরকে তাদের পরিবার ছেলে হিসেবে গণ্য করতে লাগলো। পরবর্তীতে মহিলারা পূর্ববঙ্গের স্কুলে যেতে লাগলো এবং তাই এই উপনিবেশগুলোতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। যা পরবর্তীতে 1949 থেকে 1950 সালে 340টি বিদ্যালয় থেকে, 1960 থেকে 1961 সালে তা বেড়ে 1385 হয়ে যায়। এভাবেই বাংলায় বাংলার উদ্বাস্তু নারীরা বাংলা সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলেছিল এবং পশ্চিম বাংলার মহিলাদের কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে ছিল। যা মহিলাদের নতুন প্রজন্মের বড় একটা উদ্ভবের ধাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল।[২৫]

<u>তথ্যসূত্র :-</u>

১.prafulla chakrabarti, The marginal men, kalyani, west bengal:Lumiere Books, 1990,p. 95.

২.Gargi chakrabarty, coming out of partiton :Refugee Women of bengal, Bluejay books, New Delhi, 2005,p.55

৩.manikuntala sen, in search of freedom :an unfinished journey, Calcutta :stree, 2001,p. 180b.

8.Ibid, p. 182.

৫.prafulla chakrabarti, The marginal men, kalyani, west bengal:Lumiere Books, 1990,p. 49.

৬.Ibid, p. 50

৭.Gargi chakrabarty, coming out of partiton :Refugee Women of bengal, Bluejay books, New Delhi, 2005,p.59

৮.Gargi chakrabarty, op. Cit., p. 61.

৯.Gargi chakrabarty, op. Cit., p. 62

১০.SB Collection, S. Series, 1037/50,s. Series 565/55

১১.Gargi chakrabarty, coming out of partiton :Refugee Women of bengal, Bluejay books, New Delhi, 2005,p.62-63

১২.Ibid, p. 66

১৩.Manikuntala sen, op.. Cit., p. 231

১৪.Ibid., p. 234

১৫.Gargi chakrabarty, coming out of partiton :Refugee Women of bengal, Bluejay books, New Delhi, 2005,p.68-69

১৬.Gargi chakrabarty, op. Cit., p. 69

১৭.Gargi chakrabarty, op. Cit., p. 42

১৮.SB Collection, s. Series, 517/55/1955', s. Series, 565/53.

১৯.Gargi chakrabarty, coming out of partiton :Refugee Women of bengal, Bluejay books, New Delhi, 2005,p.67

২০.Ibid, p. 68-69

২১.Ibid, p. 86-87

২২.S. K Ghosh, women in policing, calcutta :light and life publishers, 1981,p. 91.

২৩.Gargi chakrabarty, op. Cit., p. 89

২৪.Ibid, p. 91

২৫.Ibid, p. 94

© 2024, IRJEdT Volume: 06 Issue: 01 | Jan- 2024